ব্রজেন্দ্রনন্দন

স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর॥১।৭।৫
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥২।৮।১০৮

বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, আত্মারাম, নিত্য, অনাদি। সুতরাং তিনি অজ—জন্মরহিত। তথাপি তাঁহাকে নন্দাত্মজ, নন্দনন্দন, ব্রজেন্দ্রনন্দন, যশোদা-তনয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় কেন? তিনি যদি কাহারও সন্তানই হইবেন, তাঁহার জনক-জননীই যদি থাকিবেন, তাহা হইলে অজ, অনাদি, নিত্য কিরূপে হইলেন? পরব্রহ্ম বা স্বয়ংভগবানই বা কিরূপে হইতে পারেন? প্রকটলীলায় দেখাও যায়—নন্দযশোদা হইতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। এসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য পিতামাতার প্রয়োজন। তিনি রসস্বরূপ—রসিকশেখর। তিনি অশেষ রসবৈচিত্রী আস্বাদন করেন। ইহাদের মধ্যে একটী রস হইতেছে বাৎসল্যরস। সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ-মমতা, তাহারই নাম বাৎসল্য; এই বাৎসল্যই অবস্থাবিশেষে পরমাস্বাদ্য রসে পরিণত হয়। পিতামাতাই হইলেন বাৎসল্যের আধার; তাই পিতামাতা না থাকিলে কাহারও পক্ষেই বাৎসল্যরস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও না। তাই, বাৎসল্যরস আস্বাদন করার নিমিত্ত অজ-শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পিতামাতার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কোনও সত্যিকারের পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারেনা; যেহেতু তিনি অজ, নিত্য। তথাপি তিনি বাৎসল্যরস আস্বাদন করেন—পরিকরের সহযোগিতায়।

অভিমানবশতঃই পরিকরত্বভু নন্দ-যশোদার পিতৃমাতৃত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মবশতঃ নয়। তাঁহার অসংখ্য পরিকর; তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীনন্দ, আর একজনের নাম শ্রীযশোদা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের একটা সম্বন্ধের অভিমান আছে—শ্রীনন্দ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান, আত্মজ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের জনক; আর শ্রীযশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী। এইরূপই তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি; এইরূপ দৃঢ় প্রতীতিকেই এস্থলে অভিমান বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান; তিনি মনে করেন—নন্দ-যশোদা তাঁহার জনক-জননী, তিনি তাঁহাদের সন্তান। উভয় পক্ষের এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি না থাকিলে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব বা যশোদা-তনয়ত্ব এবং নন্দ-যশোদার কৃষ্ণ-জনক-জননীত্ব হইল কেবল অভিমানজাত সম্বন্ধ, বাস্তব জন্মমূলক সম্বন্ধ নহে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ধামের নাম গোলোক বা ব্রজ; শ্রীনন্দ-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলিয়া তিনিই ব্রজের অধিপতি বা ব্রজেশ্বর বা ব্রজেন্দ্র; আর শ্রীযশোদা হইলেন ব্রজেশ্বরী। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন বা ব্রজেশ্বরীসুতও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ—জ্ঞানস্বরূপ হইলেও লীলারস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্বকে প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার চিত্তে নন্দনন্দনত্বের অভিমান জাগাইয়াছে। বস্তুতঃ লীলাশক্তি নন্দ-যশোদার প্রেমের এমনই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, যে তাহার প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ অভিমান জন্মিয়াছে।

পরব্যোম ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম; পরব্যোমে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, রাম ব্যতীত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অনুভূতি আছে—তাঁহারা ভগবান্, সুতরাং অজ; তাঁহাদের পরিকরগণের মধ্যে প্রেমের এমন উৎকর্ষ নাই, যাহার প্রভাবে তাঁহাদের ভগবত্তার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইতে পারে। তাই কাহারও সন্তানত্বের অভিমান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারেনা, বাৎসল্যরসের আস্বাদনও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। **পরব্যোমে বাৎসল্যরস নাই।**

দ্বারকা-মথুরার বাৎসল্য। দ্বারকা-মথুরার ভাব ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য। অবশ্য মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য। পরব্যোমেও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য মিশ্রিত আছে; কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যেরই প্রাধান্য। দ্বারকা-মথুরায় মাধুর্য্যের প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য যে মাধুর্য্য-মণ্ডিত, তাহা নয়; দ্বারকা-মথুরার ঐশ্বর্য্যও স্বতন্ত্র; তাই মধ্যে মধ্যে মাধুর্য্যকে প্রচ্ছন্ন করিতে পারে। মাধুর্য্যের প্রাধান্য বলিয়া দ্বারকা-মথুরায় বাৎসল্য থাকা সম্ভব। এই দুই ধামেও শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা (অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ-অভিমানযুক্ত পরিকর) আছেন—বসুদেব ও দেবকী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—ভগবান্, এই অনুভূতি সময় সময় তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হয়; তখন তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আস্বাদ্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

ব্রজের শুদ্ধমাধুর্য্য। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যের প্রাধান্য। ব্রজে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইলেও মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়িত্ব, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই; ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত; তাই কেবল মাধুর্য্য-পুষ্টির, লীলারস-পুষ্টির জন্যই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—তাহাও আবার মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া; তাই লীলাকারীদের কেহই ঐশ্বর্য্যকে চিনিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবেই যে লীলারস পুষ্টিলাভ করিতেছে—এই অনুভূতিও তাঁহাদের কাহারও নাই। ইহা ব্রজপরিকরদের প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষেরই ফল। এই উৎকর্ষের ফলেই নন্দ-যশোদার অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। বসুদেব-দেবকীর অভিমানের ন্যায়, নন্দ-যশোদার এই অভিমান কখনও ক্ষুণ্ণ হয়না; ইহা নিত্য একভাবে বিরাজিত; তাঁহাদের প্রেমাতিশয্যের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তদনুরূপ—নন্দ-যশোদার তনয়ত্বের অভিমান সতত অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই, ব্রজের বাৎসল্য কখনও সঙ্কুচিত হয় না; বরং প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ উত্তরোত্তর-বর্দ্ধিত-মাধুর্য্য বিকাশ করিয়া অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। এইরূপ নির্ম্মল বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও অপরিসীম আনন্দ (মানসানন্দ) লাভ করিয়া থাকেন। দ্বারকা-মথুরার বাৎসল্য সময় সময় ঐশ্বর্য্যদ্বারা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া সেখানকার বাৎসল্যরস অপেক্ষা ব্রজের বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ অনেক বেশী।

কেবল বাৎসল্য কেন, দ্বারকা-মথুরার দাস্য, সখ্য, মধুররসও সময় সময় ঐশ্বর্য্যদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া আস্বাদ্যত্ব হারাইয়া ফেলে (১৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ব্রজে এরূপ সঙ্কোচনের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু ব্রজে ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই, ব্রজে সমস্ত রসের আস্বাদন-চমৎকারিতার উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী।

ব্রজেই ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ। ব্রজরসের আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষের হেতু এই যে, ব্রজে আনন্দ-স্বরূপ—রসস্বরূপ—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপত্বের—রস-স্বরূপত্বের—তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। মাধুর্য্যের এই পূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে, তাঁহার পরিকরবর্গের স্বরূপজ্ঞানসম্বন্ধেও তাঁহাদের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে, অধিকন্তু উভয়ের স্বরূপজ্ঞান-সম্বন্ধেও উভয়ের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে। রস-আস্বাদনের জন্য এইরূপ মুগ্ধত্ব অত্যাবশ্যকরূপে অপরিহার্য্য। রস আস্বাদনের জন্য অন্ততঃ তিনটী জিনিসের বিশেষ দরকার—রস-আস্বাদনের জন্য ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠাময়ী বলবতী লালসা, রসের পাত্র ভক্তব্যতীত অন্যত্র এই পরমলোভনীয় রসের সুদুর্ল্লভতার জ্ঞান এবং রসের পাত্র ভক্তের নিকটে রস-আস্বাদক শ্রীকৃষ্ণের অকপট বশ্যতা। এই তিনটী বস্তুর একটীর অভাব হইলেও বিশুদ্ধরসের নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদন সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যদি তাঁহার চিত্তে প্রকট থাকে (যেমন পরব্যোমে), তাহা হইলে উক্ত তিনটী বিষয়ের একটীরও অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকেনা; যিনি ঈশ্বর—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থ—তাঁহার অভাব কিসের? তিনি আবার কাহার বশীভূত হইবেন? তার প্রয়োজনই বা কি? আর শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান যদি পরিকরদের মধ্যেও জ্বলন্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে (যেমন পরব্যোমে), তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষেও মনঃপ্রাণ-ঢালা সেবা-বাসনা জাগ্রত হইতে পারে না, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে সেই বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাহাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়,

শিথিল হইয়া যায়; তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে লোভনীয় হয় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥" কিন্তু ব্রজে মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষময় বিকাশ ঐশ্বর্য্যকে কবলিত—সর্ব্বতোভাবে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত—করিয়া নিজের অনুগত করিয়া রাখিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরিকরবর্গের চিত্ত হইতেও তাঁহার ভগবত্তার জ্ঞানকে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে রস-আস্বাদনের যোগ্যতা এবং পরিকরবর্গের চিত্তকে রস-পরিবেশনের যোগ্যতা দান করিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া তাঁহার চিত্তে নন্দ-নন্দনত্বের দৃঢ় অভিমান জাগাইয়াছে। আবার, মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া ব্রজরসেরও আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাতিশায়িনী—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রসের পরম-লোভনীয়তা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামেও নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসত্বের—রসরূপে আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকরূপে আস্বাদকত্বের—চরমতম বিকাশও ব্রজেই। আর ব্রজে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ—ঐশ্বর্য্যবশীকরণ-সমর্থ বিকাশ বলিয়া ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেই। সুতরাং ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ—তিনিই পরব্রহ্ম।

ব্রজেন্দ্রনন্দনেই মাধুর্য্যের পূর্ণতমবিকাশ—তিনিই পরব্রহ্ম। আবার মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ-বশতঃই যখন ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব, এবং মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশবশতঃই যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বের অভিমান, তখন ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শব্দদ্বারাই তাঁহার পরব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম-বিকাশত্ব—সূচিত হইতেছে। তাই "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" পরব্রহ্ম হইয়াও নন্দ-যশোদার বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া তিনি বালগোপালরূপে নন্দমহারাজের আলিন্দে হামাগুড়ি দিয়াছিলেন। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—"অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তম বিকাশ বলিয়া তাহার ব্রজলীলাও সর্ব্বোত্তম এবং মানুষের ন্যায় ব্রজে তাঁহার পিতামাতা (অবশ্য অভিমানমূলক) আছে বলিয়া তাঁহার তত্রত্য লীলাও নরলীলা। সুতরাং তাঁহার এই নরলীলার মাধুর্য্যই সর্ব্বোত্তম। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" তাঁহার প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাই নরলীলা।

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য। এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা করার নিমিত্ত দ্বাপরে তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার এই জন্মও বাস্তব জন্ম নয়, নরলীলাসিদ্ধির জন্য জন্মের অভিনয়মাত্র। নরলীলা করিতে হইলে নৃসিংহদেবের মত হঠাৎ আবির্ভূত হইলে চলে না; মানুষের মতই পিতামাতার যোগে আসিতেছেন বলিয়া সাধারণের জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। তজ্জন্য জন্মের অভিনয়। প্রকটেও তিনি তাঁহার অপ্রকটের নিত্য পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করেন। "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥ যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ পদ্ম, পু, পা, ৫২।৩-৪॥ চৈ, চ, ১।৪।২৪ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।" তাঁহাদের সঙ্গে করিয়াই (অর্থাৎ যথাযথভাবে তাঁহাদিগকে প্রকটিত করান, নিজেও) প্রকটিত হন। (১।৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার পূর্ব্বেই নন্দ-যশোদার আবির্ভাব হয়, লৌকিক রীতিতে তাঁহাদের বিবাহ সংঘটিত হয়; তার পরে যথাসময়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব। আবির্ভাবের প্রকার এইরূপ। প্রথমে তেজোরূপে বা তদ্রূপ অন্য কোনওরূপে শ্রীনন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করেন; সেস্থান হইতে যশোদার হৃদয়ে। তারপর লৌকিক দৃষ্টিতে যশোদার দেহে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়; যথাসময়ে তাঁহার দেহ হইতে সদ্যোজাত নরশিশুর আকারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ইহাই জন্মলীলার অভিনয়। পিতামাতার শুক্রশোণিতে তাঁর জন্ম নয়। প্রকটলীলাতেও তাঁহার দেহ রক্তমাংসাদিদ্বারা গঠিত নয়। "ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা। যোগী চৈবেশ্বরশ্চাত্মঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ॥ পদ্ম, পু, পা, ৪৬।৪২।" প্রকট-লীলাতেও তিনি সচ্চিদানন্দতনু, আনন্দঘনবিগ্রহ। অপ্রকটে তিনি নিত্য কিশোর। প্রকটে বাল্য-পৌগণ্ড আসে

কৈশোরের ধর্ম্মরূপে; পৌগণ্ডের পরে কিন্তু কৈশোরেই নিত্যস্থিতি। (১।৪।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রকটে মথুরার কংস-কারাগারেও ঐভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অভিনয়। তবে সেখানে নরশিশুরূপে তিনি আবির্ভূত হন নাই; আবির্ভূত হইয়াছেন ঐশ্বর্য্যাত্মক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে; যেহেতু, মথুরায় মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যের ভাব এবং ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য আছে। অবশ্য এই চতুর্ভুজরূপ তাঁহার পিতা-মাতা (অভিমানী) বসুদেব-দেবকী ব্যতীত অপর কেহ দেখে নাই। তাঁহাদের প্রার্থনাতেই তিনি চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া পরে দ্বিভুজরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। বসুদেব-দেবকীও তাঁহার অপ্রকট দ্বারকালীলার নিত্যপরিকরস্থানীয় পিতামাতা-(অভিমান বশতঃ)। তাঁহারাও স্বরূপশক্তিরই বিলাসবিশেষ (১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।